Sanatan Dharma

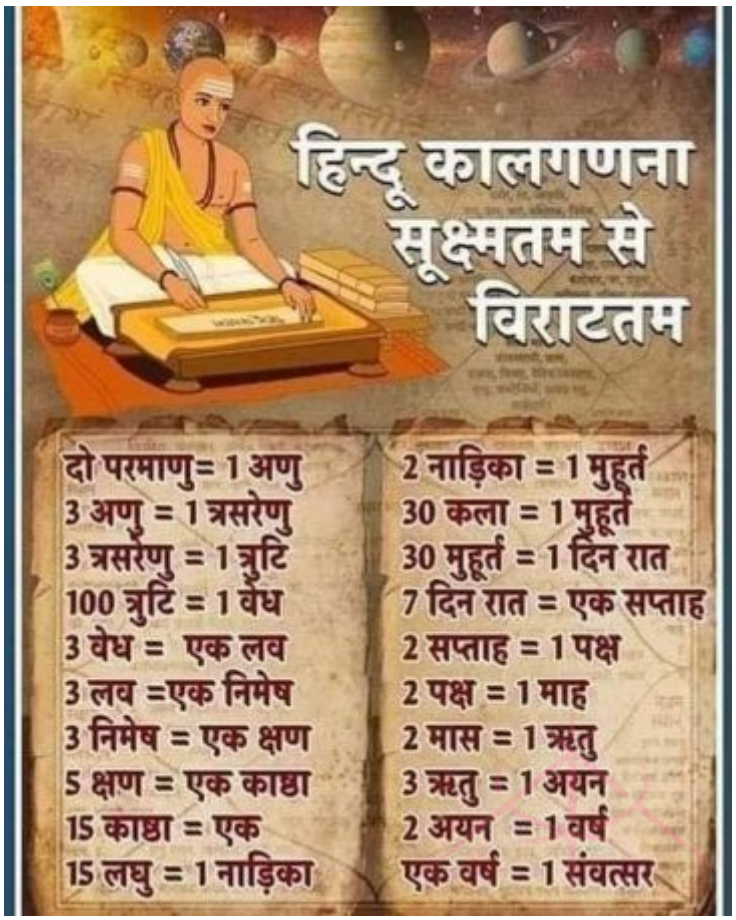

ধৃতি ,স্মৃতি ,আর্যব ,সৎসঙ্গ ,সংস্কার..... কাকে বলে ?

1. ধৃতি কাকে বলে ?
2. স্মৃতি কাকে বলে ?
3. আর্যব কাকে বলে ?
4. সৎসঙ্গ কাকে বলে ?
5. সংস্কার কাকে বলে ?
6. মর্যাদা কাকে বলে ?
7. সময়জ্ঞান কাকে বলে ?
8. মতি কাকে বলে ?
9.প্রতিশ্রুতি কাকে বলে ?
10.শাসন কাকে বলে ?
11. নিস্পৃহ কাকে বলে ?
12. সিদ্ধান্ত বাক্য কাকে বলে ?

1. ধৃতি কাকে বলে ?
উত্তর:-
শাস্ত্রে যে যে ধর্মাচরণ এর বিধান দেওয়া আছে --- সেই সেই ধর্মাচরণকে

Published on: Nov, 21 2023 09:23

সর্ব পরিস্থিতিতে ধারণ ও পালন করার যে দৃঢ় ধর্মবুদ্ধি তাকে ধৃতি বলে।
2. স্মৃতি বা মেধা কাকে বলে ?
উত্তর:-
শাস্ত্রে আছে যে পর নারীকে মাতৃবত (শাস্ত্রানুসারে নিজ পত্নী ছাড়া) জ্ঞান করে , কামবাসনাকে সংযত করে শাস্ত্রীয় বিধানে কামকে পরিচালনা করে বীর্য ধারণ করে -তারপর জপ এর দ্বারা বীর্যকে উর্ধমুখী করলে একটা স্মৃতিনাড়ি উৎপন্ন হয় , তারফলে গুরু প্রদত্ত বা শাস্ত্র উপদেশ ধারণ করার যে ক্ষমতা লাভ হয় তাকে স্মৃতি বা মেধা বলে।
পর নারীকে মাতৃবত দেখতে না পারলে বা পর নারীকে কামদৃষ্টিতে দেখলে বা পর নারীকে কামদৃষ্টিতে মনে মনে চিন্তা করলে বা শাস্ত্রীয় বিধানে কামকে পরিচালনা করে বীর্য ধারণ করে -তারপর জপ এর দ্বারা বীর্যকে উর্ধমুখী না করতে পারলে এই শাস্ত্রীয় স্মৃতি বা মেধা লাভ হয় না।
3. আর্যব কাকে বলে ??
উত্তর:-
যে কোনো জড় কারণে --- লাভ-ক্ষতি, সম্মান-অপমান , সুখ-দুঃখ , প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আসক্তি-বিরিক্তি ইত্যাদিতে মনকে বিশেষ চেষ্টার দ্বারা সমভাবে সর্বদা রাখার যে মানসিক ক্ষমতা তাকে শাস্ত্রে আর্যব বলে। এই আর্যব ক্ষমতা না অর্জন করতে পারলে সাধনার উর্ধক্রম গতির একধাপ অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব হয় না। তাই ইহা অতি প্রয়োজন।
4. সৎসঙ্গ কাকে বলে ?
উত্তর:-
শাস্ত্রানুসারে যিনি সবকিছুর মধ্যেও নিত্য-সনাতন-অক্ষয়-অনাদি-অক্ষর-পরাগতিস্বরূপ তিনিই একমাত্র স্বয়ং "সৎ " স্বরূপ। আর বেদান্ত মতে "সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-ই " একমাত্র "সৎ " স্বরূপ -> অন্য কেহ নহে। তাই সমাধি অবস্থায় যখন সেই স্বয়ং "সৎ " স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এর সঙ্গে যুক্ত হয় - সেই অবস্থা কে সৎসঙ্গ বলে। -ইহাই মূল "সৎসঙ্গ" ।
আর ব্যবহারিক ভাবে সেই স্বয়ং "সৎ " স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এর আলোচনা শাস্ত্রানুসারে যেখানে হয় , তাকে ব্যবহারিক বা সামাজিক জীবনের "সৎসঙ্গ" বলা হয়।
ধর্মের নাম যা খুশি আলোচনাকে বা স্বয়ং "সৎ " স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এর মূলতত্ত্ব আলোচনা না করে অন্য আলোচনা যারা করে "সৎসঙ্গ" বলে -তারা ধর্মের নাম গ্লানি স্বরূপ। একমাত্র শাস্ত্রবিধি অনুসারে যেখানে মূল স্বয়ং "সৎ " স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এর মূলতত্ত্ব আলোচনা বা কর্ম হয় তাকেই প্রকৃত পক্ষে বাহ্যিক "সৎসঙ্গ" বলে।
5. সংস্কার কাকে বলে ?
উত্তর:-
এই "ব্রহ্মকে " জানা বা পাওয়া এর জন্যে শাস্ত্রানুসারে যে আচরণ -তাকেই একমাত্র "ধর্মাচরণ" বলে। আর "ধর্মাচরণকেই " শাস্ত্রানসারে সংস্কার বলে। তাই নিজেকে শাস্ত্রানসারে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত না করলে তার সংস্কার হয় না , আর যার সংস্কার হয় নি তাকে মানবিক উন্নতি ধরা হয় না।
তাই নিজের মানবিক উন্নতির জন্যে নিজের শাস্ত্রীয় সংস্কার অতি প্রয়োজন। সংস্কার এর মধ্যে প্রধান সংস্কার হলো দীক্ষা ও শিক্ষা সংস্কার।

6. মর্যাদা কাকে বলে ?
উত্তর:-
সমাজ - সংস্কার-আত্মোন্নতি-মানবকল্যান হেতু ---> যে কোনো সম্পর্ক , পদ , কর্ম ও ভাব এর যে গুরুত্ব তা জেনে সেই নিয়ম এবং সম্মান করার নাম হলো মর্যাদা l এটাকেই সাধারণ ভাষায় মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ বলে l
যেমন :-
1. শিষ্য এর কাছে গুরুদেবের মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ l
2. সন্তান এর কাছেই বাবা- মা এর মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ l
3.পতি বা পত্নী এর কাছে একে ওপরের মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ l
4. ভাই / ভাই / বোন এর কাছে একে ওপরের মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ l
5. শাসক এর কাছে প্রজাদের মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ l
6.মালিক এর কাছে কর্মচারীদের মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ l
7. নিজের দায়িত্বও ও কর্তব্য এর প্রতি মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ l
8. বাবা- মা এর কাছে সন্তানদের মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ l
9. সমাজ বা সংসার বা প্রতিবেশী এর উপর মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ l
10. দেশ এর নাগরিক হিসাবে নিজের মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ l
ইত্যাদি বহু প্রকারের মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ আছে , সেই গুলো শিক্ষা করে পালন করাকে মর্যাদা বলে l

7. সময়জ্ঞান কাকে বলে ?
উত্তর:-
একজন সাধারণ সুস্থ মানুষ নিয়মিত পূর্ণ 1 বার নিঃশ্বাস এ 2 সেকেন্ড + 1 বার প্রঃশ্বাস এ 2 সেকেন্ড = 4 সেকেন্ড লাগে l
এই 4 সেকেন্ডকে শাস্ত্র মতে 1 প্রাণ বলেছে অর্থাৎ 4 সেকেন্ড= 1 প্রাণ l
4 সেকেন্ড=1 বার নিঃশ্বাস+1 বার প্রঃশ্বাস=1 প্রাণ (1 টি পূর্ণশ্বাস ধরা হয়)
তাহলে ...
4 সেকেন্ড=1 প্রাণ
60 সেকেন্ড = 1 মিনিট =15 প্রাণ
60 মিনিট = 1 ঘন্টা = (60×15)=900 প্রাণ
24 ঘন্টা = 1 অহোরাত্র (দিন+রাত) = (24× 900)= 21600 প্রাণ
অর্থাৎ
1 অহোরাত্র = 21600 প্রাণ --> ইহাকেই (21600) শাস্ত্রে প্রাণের গণনার ধ্রুবক সংখ্যা বলে l ইহার দ্বারা ইহ জীবনে কে কত প্রাণ সংখ্যা পেয়েছে বা তার আয়ু এই প্রাণের গণনার ধ্রুবক সংখ্যা দিয়ে নির্ণয় করা যায় l
তাহলে যে কোনো লোকের আয়ু তারই প্রারাব্ধ কর্ম অনুসারে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে l অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের প্রারাব্ধ কর্ম অনুসারে অটলভাবে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত নিজের রক্ত-মাংসের শরীরে প্রাণধারণের সীমা থাকে তাকেই আয়ু বলে l তাই আয়ুর গণনা যোগ শাস্ত্রে প্রাণের গণনার ধ্রুবক সংখ্যা 21600 দিয়ে করা হয় l কারণ প্রাণ ই একমাত্র আয়ুর ধারক l
তাই জানা গেলো যে আমাদের প্রত্যেকের আয়ুকাল অটল l
তাই শাস্ত্রানুসারে আমাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের আয়ুকাল এর মধ্যে ঈশ্বর প্রদত্ত সব কর্ম সম্পন্ন করতে হবে l তাই প্রতিটি কর্ম ও বিষয় এর জন্যে কতটা

সময় লাগা কমম্পক্ষে প্রয়োজন সেটা জেনে সেই সময়ের মধ্যে যিনি কর্ম করতে পারেন তাকেই শাস্ত্রে সময়জ্ঞান বলে l
যিনি সময় এর গুরুত্ব বুঝেই কর্ম করেন তার কর্ম সফলতা প্রাপ্ত হয় l আর সময়জ্ঞান হীন ব্যাক্তি কোনো কাজেই সফল হতে পারেন না l
তাই শাস্ত্রে সময়জ্ঞান অতি প্রয়োজন l

8.মতি কাকে বলে ?
উত্তর:-
শাস্ত্রীয় বিধানে একাগ্রভাবে ক্রিয়া বা কর্ম করার যে মানসিক দৃঢ়তা তাকে মতি বলে l যেমন যে কোনো পরিস্থিতিতে দৃঢ় ভাবে আমি ধর্ম আচরণ করবো , গুরু-শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখবো দৃঢ় ভাবে -- এই যে মানসিকতা ও একাগ্রতা এবং কর্ম করার ক্ষমতা --একেই শাস্ত্রে "মতি" বলেছে l

9. প্রতিশ্রুতি কাকে বলে ?
উত্তর :-
যে কোনো কথা কাহাকেও দিলে বা কোনো কর্মের মানসিক অনকে বা নিজে সংকল্প করলে তা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে - সেই কথা বা মানসিক সংকল্প বা কর্ম পূর্ণ ভাবে রক্ষা করার নাম "প্রতিশ্রুতি" l যার "প্রতিশ্রুতি" নামক শাস্ত্রের এই গুনটি নেই তিনি কখনো ধর্মের "সত্য " আচরণ পালনে সক্ষম হয় না l "প্রতিশ্রুতি" হলো ধর্মের "সত্য " আচরণ এর প্রধান অঙ্গ l

10. শাসন কাকে বলে ?
উত্তর:-
শাস্ত্রানুসারে যে ব্যাক্তি / যে বিধান বা যিনি ধর্মআচরণ , সংযম , সাধনা, সমাধি , মোক্ষ , ঈস্বরপ্রাপ্তি , মানবকল্যাণশিক্ষা ,আত্মউন্নতির ও ব্রহ্মজ্ঞানলাভ এর জন্যে উপদেশ বা আদেশ দেন তাকেই শাসন বলে l ইহা একমাত্র মূল সনাতন শাস্ত্র / সৎগুরু / ব্রাহ্মস্থিতি সম্পন্ন মহাপুরুষ / কোনো ধার্মিক ব্যাক্তি / প্রকৃত কল্যাণকামী ব্যাক্তিই করতে পারে কোনো কেহ নহে l
আর সামাজিক ভাবে কোনো সৎ ও ধার্মিক বাবা-মা বা নিকট কল্যাণকামী গুরুজনেরা সামাজিক লোক কল্যানহেতু শাসন করার অধিকারের কথা শাস্ত্রে আছে l

11. নিস্পৃহ কাকে বলে ?
উত্তর:-
যিনি জগতের সমস্থ জড় বস্তু বা সম্পর্ক বা সম্পত্তি বা কামনাকে অস্থায়ী বা অনিত্য জানেন বা ভাবেন বা এই ভাবনাতেই সর্বদা স্থিতি থাকেন -- সেই রকম ব্যাক্তির সামাজিক বা প্রারাদ্ধকর্ম বসত কর্তব্য বা দায়িত্ব জ্ঞানে কর্ম করলেও অন্তরে কোনো আসক্তি বা কামনা থাকে না -- এই রকম ভাবস্থিতি অবস্থাকেই নিস্পৃহ অবস্থা বলে l এই নিস্পৃহ অবস্থা ব্যাতিত উন্নত জ্ঞান ও ভক্তি লাভ সম্ভব হয় না l
তাই ধর্মআচরণ ও সাধনার জন্যে এই নিস্পৃহ ভাব অতি প্রয়োজন l

12. সদ্ধান্ত বাক্য কাকে বলে ?
উত্তর:-

বেদান্ত ও মূল বৈদিক দর্শন শাস্ত্রে আছে যে.....
1.মানব শরীর ও মানব জীবনের মূল উদ্যেশ্য কি ?
2.মানবতার চরম বিকাশ কি ?
3.আত্মজ্ঞান কি ?
4. পরমাত্ম জ্ঞান কি ?
5. ব্রহ্মজ্ঞান কি ?
6. ব্রাহ্মস্থিতি কি ?
7. মোক্ষ কি ?
8. পরা ভক্তি বা প্রেমে কি ?
9. নিত্যলীলা কি ?
10. পুরুষোত্তম কে বা কি তত্ত্ব ?
11. প্রকৃত নিত্যতা কি ?
12. চরম বা পরম পর্যায় কি ?
13.সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কি ?
14.সময় চক্র কি ?
15. অমৃতস্য পুত্র কি বা কেন ?
চরম শেষ পর্যায় এর এই সকল উপরুক্ত প্রশ্ন আর তার পরম পর্যায় উত্তর ও পথ এর যে বিধান তাকেই "সিদ্ধান্ত বাক্য" বলে l (যার পর আর কোনো প্রশ্ন বা উত্তর থাকে না)
****
নিষ্কাম কর্ম কাকে বলে ?
উত্তর:-
কোনো প্রাপ্তি বা প্রত্যুৎপ্রকার কামনা না করে এবং প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সমজ্ঞান রেখেই ---> যিনি নিজের ও অন্যজনের প্রকৃত মুক্তির জন্যে , ভগবত লাভের জন্যে , আত্মউন্নতির জন্যে , পরম জ্ঞান লাভের জন্যে , পড়া ভক্তি বা প্রেমে লাভের জন্যে ,পরমাত্ম প্রাপ্তি এর জন্যে , ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মস্থিতি এর জন্যে , মানবহিত এর জন্যে , জগৎ বা দেশ ও জনের কল্যাণ ও সুরক্ষার জন্যে , অসহায় এর সহায় এর জন্যে , গুরু - ইস্ট - মা - বাবা - গুরুজন এর সেবার জন্যে ,মনুষত্ব এর বিকাশ এর জন্যে যে যে কর্ম করা হয় তাকেই নিষ্কাম কর্ম বলে l
আর....
ইহলোকিক জড় -->শরীর সম্বন্ধীয় কামনা, রূপ কামনা , সংসার বাসনা , ভোগ বাসনা ,ঘর-বাড়ি-গাড়ি কামনা, সম্পর্ক কামনা , সম্পত্তি বা অর্থ কামনা, মান-সম্মান কামনা, পদ এর কামনা , শক্তি কামনা , আধিপত্য কামনা, বাদ্ধতা বা বশীকরণ কামনা , উত্তরাধিকার পদ বা সম্পত্তি এর কামনা , মৃত্যুর পর স্বর্গ কামনা , পুণ্য কামনা , অস্থায়ী যে কোনো বস্তুর অস্তিত্বের স্থায়িত্ব এর কামনা , ইন্দ্রিয় সুখ কামনা , কোনো কামনা করে পূজা - যজ্ঞ - মন্ত্র -জপ - ব্রত - হরিনাম - ধর্মউৎসব - বস্ত্রদান - অন্নদান - অর্থদান - পরোপকার ইত্যাদি কর্ম সকল কামনা করে ,প্রাপ্তি ভাবনা সহকারে যে কর্ম করা হয় তাকে সকাম কর্ম বলে l
সাধারণ ভাবে কামনা না করে এবং প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সমজ্ঞান এ থেকে যে কোনো শুভ বা কল্যাণ কর্ম করা হোক না কেন তাকেই নিষ্কাম কর্ম বলে l
এই নিষ্কামভাব স্থিতি থেকেই ধর্মের পথ শুরু হয় l যে কোনো প্রকার সকাম ভাব থাকলে প্রকৃত ধর্ম পথে যাওয়া শুরুই হয় না l তাই নিষ্কামভাব ধর্ম আচরণের প্রথম ধাপ

l
****
3.নিষ্কাম ভাবনা কাকে বলে ? উত্তর:- শুধু ঈশ্বর প্রাপ্তি , ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি , ব্রহ্মস্থিতি লাভ ,মোক্ষ প্রাপ্তি , পরাভক্তি প্রাপ্তি, আত্মজ্ঞান লাভ , পরমাত্ম জ্ঞান লাভ , নিঃস্বার্থ লোক কল্যাণ , নিঃস্বার্থ মানব কল্যাণ , নিঃস্বার্থ জীব কল্যাণ , নিঃস্বার্থ পরোপকার , নিঃস্বার্থ দেশ ভক্তি , নিঃস্বার্থ গুরু-মা-বাবা সেবা , নিঃস্বার্থ সমাজ সেবা , মনুষত্বের বিকাশ ইত্যাদির চিন্তাগুলির মধ্যে কোনো প্রকারের চিন্তা যার মধ্যে কায়-মন-বাককেই আপনা-আপনি অন্তর থেকে সহজাত ভাবে হয় , তাকেই একমাত্র নিষ্কাম ভাবনা বলে l
4.নিষ্কাম ভক্তি কাকে বলে ? উত্তর:- কেও যদি ঈশ্বর বা ভগবান বা পরব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম বা পরমাত্মা এর কাছে যে কোনো শুদ্ধ ভাব নিয়ে , কোনো কামনা তো দূরের কথা -নিজের জন্যে মোক্ষ পর্যন্ত কামনা না করে , তিনি কিচ্ছু চান বা তিনি কি করলে খুশি হন বা কিভাবে তার সেবা করলে তার বিনোদন হয় -তা জেনে যতই কষ্ট হোক তা পরিপূর্ণ রূপে করাকেই নিষ্কাম ভক্তি বলে l এই নিষ্কাম ভক্তির পুন্ পুন্ অভ্যাসে সাধক পরা ভক্তি লাভ করে l 5.নিষ্কাম যোগ সাধনা কাকে বলে ? উত্তর :- যে যোগ সাধনা শুধু ঈশ্বর প্রাপ্তি , ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি , ব্রহ্মস্থিতি লাভ ,মোক্ষ প্রাপ্তি , পরাভক্তি প্রাপ্তি, আত্মজ্ঞান লাভ , পরমাত্ম জ্ঞান লাভ , নিঃস্বার্থ লোক কল্যাণ , নিঃস্বার্থ মানব কল্যাণ , নিঃস্বার্থ জীব কল্যাণ , নিষ্কাম ভাব শুদ্ধি , এবং মনুষত্বের পূর্ণ বিকাশ এর জন্যে করা হয় - সেই যোগ সাধনাকেই একমাত্র নিষ্কাম যোগ সাধনা বলে l উপরুক্ত ওই ক-একটি কারণ ছাড়া যদি অন্য কোনো কামনা-বাসনা নিয়ে যোগ সাধনা করে তাকে নিষ্কাম যোগ সাধনা বলে না l যদি কেও কোনো কামনা-বাসনা নিয়ে যোগ সাধনা করে - তাকে শাস্ত্রে প্রকৃত যোগী না বলে ধর্মের গ্লানি স্বরূপ ব্যাক্তি বলেছে ল 6.নিষ্কাম প্রেম কাকে বলে ? উত্তর :- যে ঈশ্বর প্রেমে সর্বক্ষণ শুধু ঈশ্বর এর স্মরণ -মনন, সেবা , ধ্যান-সমাধি , ঈশ্বর এর আদেশ পালন , ঈশ্বর এর উদ্দেশে পূর্তি ছাড়া , আর কোনো পরিস্থিতিতেই কোনো প্রকারের কোনো কামনা ঈশ্বর এর কাছে করার মতো কোনো মানসিকতা থাকে না সেই অবস্থাকেই নিষ্কাম প্রেম বলে l